তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৫০

**নাটোর জেলার বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে আজ বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় করণীয় ও প্রস্তুতি বিষয়ে ডিজিটাল প্লাটফর্মে নাটোর জেলার ডিসি, এসপি, খাদ্য কর্মকর্তা, বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা, পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা, সড়ক ও জনপথ বিভাগের কর্মকর্তা, সিংড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, কৃষি কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

 সভায় জানানো হয়, চলতি বর্ষা মৌসুমে কয়েক দিনের টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে পানিতে চলনবিল-সহ নাটোরের বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। আশংকা করা যাচ্ছে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বন্যা পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি হতে পারে।

 প্রতিমন্ত্রী এবার বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে এর প্রস্তুতি কিভাবে গ্রহণ করলে চলনবিল সহ জেলার মানুষদের জানমালের ব্যাপক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে জেলা, উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

 বন্যা দুর্গত এলাকার মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে নেওয়া মানুষদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং ত্রাণ কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ মজুদ রাখার জন্য বলা বলা হয়েছে।

 উপজেলা জনস্বাস্থ্য ও উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাকে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এর প্রয়োজনীয় বরাদ্দ ও মজুদ রাখার জন্যও বলা হয়েছে।

 সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। জরুরি প্রয়োজনে হাসপাতাল ও থানায় জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে।

 সভায় আরও জানানো হয় যে, আর কিছুদিন পরেই পবিত্র ঈদুল আজহা। নাটোর জেলায় প্রায় ৯ হাজার খামারি আছে যারা গবাদিপশু লালন-পালন করছে। খামারিদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই আমরা নাটোরে একটি মোবাইল অ্যাপস উদ্বোধন করবো। যার মাধ্যমে ঘরে বসেই আপনারা নিশ্চিন্তে কোরবানির পশু ক্রয়-বিক্রিয় করতে পারবেন।

#

শহিদুল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/২১২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৪৯

**যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুলের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 যমুনা গ্রুপের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম বাবুলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ, স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক, খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ও শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাকির হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি  প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য, পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামূর রহমান এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম।

 মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

#

জলিল/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯৩৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৪৮

সারা দেশে অনলাইনে পশু ক্রয়-বিক্রয় করার আহ্বান স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের বিস্তাররোধে কোরবানির পশু কেনাবেচার জন্য লোকসমাগমকে নিরুৎসাহিত করে অনলাইন বা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম থেকে যথাসম্ভব পশু ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 মন্ত্রী আজ মন্ত্রণালয়ের নিজ কক্ষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।

 এ বছর করোনা ভাইরাসের কারণে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপিত হচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী পশুর হাটে লোকসমাগম বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে করে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বেশি তাই হাটে যাওয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করে সবাইকে অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয় করার পরামর্শ দেন।

 ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা অনলাইন থেকে গরু কেনাবেচার প্রতি সকলকে উৎসাহিত করে মোঃ তাজুল ইসলাম জানান গত কয়েকদিন আগে তিনি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ডিজিটাল হাট উদ্বোধন করেছেন এবং সেখান থেকে নিজেও একটি গরু ক্রয় করেছেন।

 যারা অনলাইনে পশু ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে যাতে মানুষের সমাগম কম হয় এমন জায়গায় পশু ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্ধারণ করতে হবে এবং পশুর হাটে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বসহ অন্যান্য সরকারি নির্দেশনা মানতে হবে।

 মোঃ তাজুল ইসলাম বলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সকল প্রতিষ্ঠান এবং জেলা-উপজেলা প্রশাসন তাদের এলাকার বাস্তবতার আলোকে পশুর হাট ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

 প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের কারণে সারাদেশে পশুর হাট স্বল্প পরিসরে বসবে বলেও নিশ্চিত করেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

#

হায়দার/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৫৪৭

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশু খাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৩ হাজার ৯৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ১ লাখ ৮৬ হাজার ৮৯৪ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৯ জন-সহ এ পর্যন্ত ২ হাজার ৩৯১ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ১২ হাজার ৪২৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ৯৮ হাজার ৩১৭ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৫৪৬

**আজ থেকে আপিল বিভাগে ভার্চুয়ালি মামলার শুনানি শুরু**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 প্রধান বিচারপতি দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ রোধকল্পে এবং শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ১১ নং আইন) এবং অত্র কোর্ট কর্তৃক প্রণীত প্রাকটিস ডাইরেকশন অনুসরণকরত তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু ভার্চুয়াল উপস্থিতির মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল কোর্টের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালিত হবে মর্মে সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন।

 বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল কোর্টে আজ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক সপ্তাহের সোমবার ও বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত শুনানি গ্রহণ করা হবে।

 বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, আপিল বিভাগের ভার্চুয়াল কোর্টে জরুরি বিষয়ে শুনানি সংক্রান্ত মামলার দৈনন্দিন কার্যতালিকা (কজলিস্ট) যথারীতি সুপ্রিম কোর্টের www.supremecourt.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং ভার্চুয়াল (মিটিং) শুনানি সংক্রান্ত যোগাযোগ ad.court.01@gmail.com ই-মেইল থেকে জানা যাবে।

 সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

#

বদরুল আলম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৫৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                  নম্বর : ২৫৪৫

**জেকেজি ও সাহেদের দুর্নীতি সরকারই উদ্ঘাটন করে ব্যবস্থা নিয়েছে**

 **-- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, করোনা শনাক্ত ও চিকিৎসা বিষয়ে জেকেজি ও সাহেদের দুর্নীতি ও প্রতারণা সরকারই উদ্ঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। এর কোনোটিই পত্রিকার রিপোর্ট বা অন্য কেউ অভিযোগের আঙ্গুল তোলার পরে নয়, সরকার নিজেই এখানে অনিয়ম খতিয়ে দেখার প্রেক্ষিতেই বিষয়গুলো উঠে এসেছে।

 আজ সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো জানান, ‘জেকেজি’র প্রধান নির্বাহী এবং চেয়ারম্যান দু’জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সাহেদের দু’টি হাসপাতাল সিলগালা করা হয়েছে, মামলা হয়েছে। সাহেদকে গ্রেপ্তার করতে পারবে বলে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে। এরপর নানা জনে নানা বক্তব্য দিচ্ছেন, বিএনপিও মুখ খুলছে। কিন্তু এগুলো সরকারই উদ্ঘাটন করেছে। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এদেরকে সংশ্লিষ্ট করার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আরো সতর্ক হওয়ার অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা ছিল।’

 করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীতে দেখা দেয়ার পর থেকেই সরকার দেশের মানুষকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হবার পরপরই মুজিববর্ষের সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা ও  আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন সবকিছুই সরকার শুরু থেকেই করে এসেছে এবং মানুষের সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে চেষ্টা করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিনরাত কাজ করে এই করোনাভাইরাস মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছেন।’

 ‘সরকারের এ সকল প্রচেষ্টার কারণেই বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসে মৃত্যুর হার পৃথিবীতে সর্বনিম্ন দেশগুলোর মধ্যে একটি, ভারত-পাকিস্তানের চেয়েও আমাদের মৃত্যুহার কম এবং সরকার আরো সুচারুভাবে কাজ করতে চায় বিধায় এই অনিয়ম, দুর্নীতিগুলো উদ্ঘাটন করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে’ বলেন তথ্যমন্ত্রী।

 বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকারের পদক্ষেপ নিয়ে বিএনপি’র বিরূপ মন্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কখন যে বলে বসেন, সরকারের উদাসীনতার কারণে বানের পানি এসেছে -আমি সেই শঙ্কার মধ্যেই আছি।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন যে, কিছু দিন আগে এই করোনার মধ্যে ঘুর্ণিঝড় হয়েছিল এবং সেটি সফলতার সাথে মোকাবিলা করার মাধ্যমে কিভাবে মানুষের জান-মাল-সম্পদ রক্ষা করা হয়েছে, পুনর্বাসন করা হয়েছে ও কাজ চলছে। বন্যার ক্ষেত্রেও সরকার ইতোমধ্যেই অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে। বিএনপি শুধু ঘরের মধ্যে বসে বসে মায়াকান্না দেখায়, কিন্তু জনগণের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করে না। তাদের রাজনীতিটা হচ্ছে টেলিভিশন আর সংবাদ সম্মেলন কেন্দ্রিক। এর বাইরে তাদের আর কোনো রাজনীতি নেই।’

 এসএসসি পাস সাহেদ কিভাবে পত্রিকার ডিক্লারেশন পেয়েছে -এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘পত্রিকার ডিক্লারেশন ডিসি অফিস থেকে নিতে হয় এবং ডিক্লারেশন পাওয়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সাহেদ পত্রিকার ডিক্লারেশন নিলেও সেই পত্রিকা বের করেছে কি না, সেটি ডিএফপি (চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর) খতিয়ে দেখছে। এক্ষেত্রে যদি কোনো অনিয়ম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। এখানে আমি মনে করি, একজন প্রতারকের হাতে পত্রিকার ডিক্লারেশন থাকবে কি না- সেটি বিবেচনায় নেয়া জরুরি।’

 অনলাইন সংবাদ পোর্টালের বিষয়ে ড. হাছান বলেন, ‘আমরা অনলাইনগুলোর রেজিষ্ট্রেশন দেয়ার উদ্যোগ এই মার্চ মাসেই নিয়েছিলাম। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে সেটি স্থগিত ছিল। তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমরা শীঘ্রই রেজিস্ট্রেশন দেবো। আর যেগুলোর বিষয়ে নেতিবাচক প্রতিবেদন এসেছে, সেগুলোর ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

#

আকরাম/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৭৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৪৪

**নদীর সীমানা চিহ্নিত জায়গা দখলের দুঃসাহস দেখাবেন না**

 **-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, নদীর সীমানা চিহ্নিত জায়গা পুনর্দখল করলে আরো বেশি অপরাধ হবে। প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে কেউ এ ধরনের দুঃসাহস দেখাবেন না। নদীতীর দখলকারিরা শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ছিল, আমরা তাদেরকে দখলদার হিসেবে দেখেছি। নদীতীর দখলমুক্ত করতে অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর সাহসিকতা ও সমর্থনের কারণে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। সরকার নদীতীর দখলমুক্ত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

 প্রতিমন্ত্রী আজ উচ্ছেদকৃত বুড়িগঙ্গা ও তুরাগ নদের তীররক্ষা প্রকল্প পরিদর্শন এবং বিরুলিয়ায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার চেয়ে অন্য কেউ বেশি অনুভব করেনা। নদীর প্রবাহ ঠিক রাখা, দখলমুক্ত করা এবং জীবন জীবিকার চাহিদা পুরণে সরকার সচেষ্ট রয়েছে। তিনি নদীতীর দখলমুক্ত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা নদীতীরের ৯০ ভাগ দখলমুক্ত করতে পেরেছি। সীমানা পিলার দৃশ্যমান, পাকা দেয়াল এবং ওয়াকওয়ের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে সংশোধিত প্রকল্প পাঠানো হয়েছে, সেটি অনুমোদিত হলে নদী তীরের কাজগুলো আরো বেশি টেকসই হবে। ২০২৩/২০২৪ সালের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে।

 তিনি বলেন, উদ্ধারকৃত জায়গায় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এর কার্যক্রম ধারাবহিকভাবে চলমান থাকবে। সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। নদী রক্ষা, দখল ও দূষণরোধ এবং পরিবেশের উন্নয়নে মাস্টারপ্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন করতে পারলে ঢাকার চারপাশের নদী নয়, ঢাকার মধ্য দিয়ে নৌ চলাচল সম্ভব।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, নদীমাতৃক বাংলাদেশকে পৃথিবীর বুকে মর্যাদার আসনে নিতে আমরা কাজ করছি। সরকার শত বছরের ডেল্টা প্ল্যান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ১০ হাজার কিলোমিটার নৌপথ খনন, ঢাকার চারপাশের নদীসহ চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদী রক্ষায় কাজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী নেতৃত্ব বাংলাদেশকে মর্যাদার জায়গায় নিয়ে গেছে। তাঁর নেতৃত্বেই দেশ এগিয়ে যাবে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশকে সুস্থধারায় ফিরিয়ে এনেছি ।

 এসময় অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম মোহাম্মদ সাদেকসহ মন্ত্রণালয় ও বিআইডব্লিউটিএ’র ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/২০২০/১৫৫৫ ঘণ্টা

Handout Number : 2543

**Major General Md Ashikuzzaman ndc as the new Ambassador to Kuwait**

Dhaka, 13 July:

 The Government has appointed Major General Md Ashikuzzaman, ndc, afwc, psc, G, as the new Ambassador of Bangladesh to the State of Kuwait.

 Major General Md Ashikuzzaman was commissioned in Bangladesh Army in 1988. During his distinguished military career, he has been serving in Instructional, Staff and Command appointments at various levels. He also served in three United Nation Peace Support Missions in Sierra Leone, Ivory Coast and D R Congo. Right before his appointment as the Ambassador, he was serving as Senior Directing Staff (Army) in National Defence College, Bangladesh.

 He obtained his Masters of Defence Studies and Masters of Strategic Studies from National University, Bangladesh.

 Major General Md Ashikuzzaman is married to Nahid Niaz Shilu and they are blessed with two sons, Farhan Ashik and Fardeen Ashik. Outside of his work, he is an active golfer and an artist.

#

Khadiza/Parikshit/Mamun/Shamim/2020/1500 Hrs.

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৪২

**তরুণ জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য**

 **-টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মেধাকে সত্যিকারভাবে কাজে লাগাতে পারলে আগামী দিনে বাংলাদেশের জন্য কোন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে না। বিদ্যমান ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট অনুযায়ী ২০৩১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিশাল তরুণ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের বড় শক্তি। তাদেরকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে সুযোগ কাজে লাগাতে শিক্ষার ডিজিটাল রূপান্তর অপরিহার্য।

 মন্ত্রী গতকাল রাতে ঢাকায় ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ আয়োজিত ‘করোনা পরবর্তী চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, করোনা পরবর্তী বিশ্বে অনিবার্য পরিবর্তনে খাপ খাইয়ে টিকে থাকাই হবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার হাতিয়ার হচ্ছে মেধা। যে জাতি যত বেশী এই মেধাসম্পদ কাজে লাগাতে পারবে চলমান চতুর্থ শিল্প বিল্পব বা ডিজিটাল শিল্প বিপ্লবে তারা ততটা সফল হবে।বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম অত্যন্ত মেধাবি। দেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬৫ ভাগ তরুণ জনগোষ্ঠী আমাদের বড় সম্পদ। এই সম্পদকে ডিজিটাল শিল্প বিপ্লব উপযোগী করে গড়ে তুলতে পারলে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবো।

 মোস্তাফা জব্বার বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের ৪৯ বছরের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সাড়ে তিন বছর এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ বছরে দেশ তার অভিষ্ট্য লক্ষ্য অর্জনে অভাবনীয় সফলতার সাথে এগিয়েছে। বাকী সময়টা জাতি অতিক্রম করেছে পশ্চাৎপদতা আর ষড়যন্ত্রের অন্ধকারে।

 তিনি বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের একই অবস্থা বিরাজ করছে, উন্নত বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকার নাগরিকরা ঘরে বসে যে ডিজিটাল সুযোগ গ্রহণ করছে আমরাও একই সুবিধা পাচ্ছি। আমাদের এই অর্জন গত এগারো বছরে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সফলতা। বিশ্ব আজ বাংলাদেশকে সম্মানের চোখে দেখছে।

 অনুষ্ঠানে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ -এর কর্মকর্তাগণ বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/২০২০/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৫৪১

**বেসরকারি স্কুল কলেজের জুন মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ব্যাংকে হস্তান্তর**

ঢাকা, ২৯ আষাঢ় (১৩ জুলাই) :

 মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীগণের জুন মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশের ৮ টি চেক অনুদান বণ্টনকারী অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংক লিমিটেড -এর প্রধান কার্যালয়ে এবং জনতা ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেড -এর স্থানীয় কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

 আগামী ২০ জুলাই পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে জুন মাসের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ উত্তোলন করা যাবে বলে জানিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

#

রুহুল/পরীক্ষিৎ/মামুন/শামীম/২০২০/১৪১৭ ঘণ্টা